বহুমাত্রিক বিদ্যাসাগর

(দ্বিশতবার্ষিকী স্মারক সংকলন)

সম্পাদক

জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়

সহযোগিতায়

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, হুগলি জেলা কমিটি

কথাশিল্পী

পরিবেশক

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭৩

BOHUMATRIK VIDYASAGAR
A Collection of Essays
Edited by JYOTSNA CHATTOPADHYAY
Published by Subhankar Dey, Kamalini Prakashan Bibhag
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : (033)2241-2330 / (033)2219-7920 / (033)2219-2041
e-mail : ami.apudey@gmail.com

ISBN : 978-93-91483-26-5

₹ 350

প্রথম প্রকাশ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১, ৯ আশ্বিন ১৪২৮

সহযোগিতায়
পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, হুগলি জেলা কমিটি

সম্পাদক : জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি : সমীরণ মণ্ডল

সম্পাদকমণ্ডলী
অরিত্র শীল, অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়, অয়ন মুখোপাধ্যায়, আশিস বসু,
প্রিয়রঞ্জন ঘটক, মোহনদাস পণ্ডিত, শ্রীকুমার দেব, শ্রুতিনাথ প্রহরাজ,
সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, স্বপন চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

রচয়িতা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
স্বত্বাধিকারীর এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

কমলিনী প্রকাশন বিভাগের পক্ষে ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে
শুভঙ্কর দে কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিসিডি অফসেট ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে সুভাষচন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত।
বর্ণগ্রন্থনে রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

₹ ৩৫০.০০

BOHUMATRIK VIDYASAGAR
A Collection of Essays
Edited by JYOTSNA CHATTOPADHYAY
Published by Subhankar Dey, Kamalini Prakashan Bibhag
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : (033)2241-2330 / (033)2219-7920 / (033)2219-2041
e-mail : ami.apudey@gmail.com

ISBN : 978-93-91483-26-5

₹ 350

প্রথম প্রকাশ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১, ৯ আশ্বিন ১৪২৮

সহযোগিতায়
পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, হুগলি জেলা কমিটি

সম্পাদক : জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি : সমীরণ মণ্ডল

সম্পাদকমণ্ডলী
অরিত্র শীল, অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়, অয়ন মুখোপাধ্যায়, আশিস বসু,
প্রিয়রঞ্জন ঘটক, মোহনদাস পণ্ডিত, শ্রীকুমার দেব, শ্রুতিনাথ প্রহরাজ,
সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, স্বপন চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : শ্রুতিনাথ প্রহরাজ

রচয়িতা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
স্বত্বাধিকারীর এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

কমলিনী প্রকাশন বিভাগের পক্ষে ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে
শুভঙ্কর দে কর্তৃক প্রকাশিত এবং বিসিডি অফসেট ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে সুভাষচন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত।
বর্ণগ্রন্থনে রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯

₹ ৩৫০.০০

সূচিপত্র

মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বাংলা গদ্যচিন্তা
আশিস চক্রবর্তী ১৩
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যাসাগর : কথামৃতর সাক্ষ্য
আশীষ লাহিড়ী ২৭
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও আদালত খান
জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায় ৩৬
কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর
প্রদীপ চক্রবর্তী ৪৫
বিদ্যাসাগরের সমাজভাবনা
মঞ্জুলা বেরা ৫১
মাস্টার তৈরির ইস্কুল ও বিদ্যাসাগর
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ১০৪
চিকিৎসক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ডা. শঙ্করকুমার নাথ ১২৩
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সামাজিক আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্যে
(নির্বাচিত) তার প্রতিক্রিয়া (উনিশ শতক)
শ্রাবণী পাল ১৩৪
বহুবিবাহ প্রথা রদ করার প্রস্তাব নিয়ে বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্র
শ্রুতিনাথ প্রহরাজ ১৫৩
রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর
সুব্রত চট্টোপাধ্যায় ১৬২

বিদ্যাসাগরের সমাজভাবনা

মঞ্জুলা বেরা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ) ভারতীয় তথা বাঙালী জীবনে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত নাম। উনিশ শতকের সনাতনী রক্ষণশীল বাঙালি সমাজের অন্তহীন কুসংস্কার ও অজস্র শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের মধ্যে নতুন চেতনার আলোর শিখা নিয়ে বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হয়েছিলেন। মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী দেবীর প্রথম সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ প্রতিভা ও নিরলস কর্মের মধ্য দিয়ে 'বিদ্যাসাগর' হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তাঁর সমকালে ও পরবর্তীকালে বহু বিখ্যাত মনীষী প্রশংসাসূচক নানা মন্তব্য করেছেন যা থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, চারিত্রিক-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৭ শ্রাবণ বিদ্যাসাগর স্মরণসভার বক্তৃতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলেছিলেন— 'আমাদের দেশের লোকেরা এক দিক দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন না ক'রে থাকতে পারেননি বটে, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাঁর চরিত্রের যে মহত্ত্বগুণে দেশাচারের দুর্গ নির্ভয়ে আক্রমণ করতে পেরেছিলেন, সেটাকে কেবলমাত্র তাঁর দয়াদাক্ষিণ্যের খ্যাতির দ্বারা তাঁরা ঢেকে রাখতে চান। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের যেটি সকলের চেয়ে বড় পরিচয়, সেটিই তাঁর দেশবাসীরা তিরস্করণীয় দ্বারা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন।' তিনি অন্যত্র বলেছিলেন— 'বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বন-জঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে— বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশঃই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করিতেন।'